অন্ধ ভিখিরির রূপকথা

ক্যামাক স্ট্রিটের মোড় বসে আছে অন্ধ ভিখিরি এক, ন্যালাক্ষ্যাপা, চালচুলো হীন,
সামনে পয়সার বাটি, চলমান বাবু তাতে ফেলে যায় পঁচিশ-পঞ্চাশ মূদ্রা, কখনও টাকার কয়েন,
শব্দ শুনেই সেই অন্ধ ভিখিরি বোঝে বাবুর মাহাত্ম্য কত,
বুঝে বিড়বিড় করে, কী যে বলে সেটা কেউ জানে না, জানবে না ;

সেদিন দুপুরে শোনো অন্য ধাতের শব্দ, অদ্ভুত, অনির্বচনীয়,
কেউ যেন ফেলে গেল---পথ চলতি কোনও এক আলাভোলা নিতান্ত পথিক,
না কি তার মাথার উপরে সেই তেতো নিম ফল!
শব্দটা তার বুকে অন্য তরঙ্গ তোলে, সে তক্ষুনি তার রোগাটে আঙুল দিয়ে কুড়ো শব্দটা,
মোটেই কয়েন নয়, নিরীহ অক্ষর ক'টা, তার আঙ্গুলের ফাঁকে
কিলবিল করে তাকে উসকোয় কেন যেন,
কিছু বলে, কী যে বলে সেও ঠিক বুঝতে পারে না,
তবে তার দুবলা শরীরে কিছু আত্মবিশ্লেষণ হয়, কিছু অন্যরকম তোলপাড় ;

অক্ষরবাহিনী নিয়ে সেই ন্যালাক্ষ্যাপা এখন কী করবে বলো! কিছু কি লিখবে একা একা!
সে তো আর অন্ধস্কুলে গিয়ে পড়েনি ব্রেইল,
তাহলে কি লিখবে সে! তার অন্ধকারে বেড়ে ওঠা জীবনপ্রণালী,
তার জীবনের দীর্ঘ, দ্ধ রূপকথা,
না কি লিখবে কীভাবে তার বাগবাজারের অন্ধগলি থেকে এত বছরের ত্রস্ত হাঁটা
তাকে এত অভিজ্ঞ করেছে আজ,
একটু একটু করে জানাবে সবাইকে চেনা পৃথিবীর কালো, অন্ধ ইতিহাস!

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com